ষষ্ঠ অধ্যায়

বহিঃ খাত

[উন্নত দেশসমুহে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় থাকায় বিশ্ব বাণিজ্যের গতিধারা গত বছরের শেষার্ধ থেকে ধীরে ধীরে বেগবান হচ্ছে। ২০১৪-১৫ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশের রপ্তানি খাতের দৃঢ়তা ও বিশ্ব অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা থাকায় দেশের অর্থনীতি সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দেশের তৈরি পোষাক ও নীটওয়্যার রপ্তানি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে রপ্তানি আয় ও প্রথম ছয় মাসে আমদানি ব্যয় উভয়ই যথাক্রমে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। রেমিট্যান্স প্রবাহের বৃদ্ধিসহ রপ্তানি আয় ও আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত প্রবৃদ্ধি সহায়ক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিনিয়োগবান্ধব-সতর্ক মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের কারণে ২০১৪-১৫ অর্থবছরেও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) রপ্তানি ২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৭,০২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। পক্ষান্তরে, একই অর্থবছরের প্রথম আট মাসে আমদানি ১৪.২৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৯,৩৬১.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ পর্যন্ত চলতি হিসাবের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ৩০ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৪.০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।]

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

বিশ্বের প্রধান প্রধান দেশ এবং এলাকার অসম সম্ভাবনার নিরিখে বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবছরও মধ্যম পর্যায়ে বিদ্যমান রয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের *World Economic Outlook*, *April*, *2015* অনুযায়ী ২০১৪ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৩.৪ শতাংশ যা ২০১৩ সালে ছিল ৩.৫ শতাংশ। *Outlook*-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৫ সালে বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৭ শতাংশ হতে পারে। ২০১৬ সাল নাগাদ বিশ্ববাণিজ্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি হতে পারে। এ সময় প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪.৭ শতাংশ। অন্যদিকে, *Outlook*, *April 2015* অনুযায়ী ২০১৪ সালে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৩.৩ শতাংশে অপরিবর্তিত রয়েছে যা পূর্ববর্তী বছরে (২০১৩) ছিল ২.১ শতাংশ ও ৩.১ শতাংশ। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের আমদানি প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালে ছিল ৫.৫ শতাংশ যা ২০১৪ সালে বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধিও ২০১৩ সালে ছিল ৪.৬ শতাংশ যা ২০১৪ সালে বেশ কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একই পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০১৫ সাল নাগাদ উন্নত দেশসমূহের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৩.৩ শতাংশ ও ৩.২ শতাংশে দাঁড়াবে। পক্ষান্তরে, বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আমদানি পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ৩.৩ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৩ শতাংশে দাঁড়াবে। তবে *Outlook* এর পূর্বাভাস অনুযায়ী তেল রপ্তানিকারক দেশসহ কতিপয় বৃহৎ বিকাশমান বাজার অর্থনীতির দুর্বল সম্ভাবনার কারণে উন্নত দেশের তুলনায় বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে। বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির ধারা সারণি ৬.১ -এ তুলে ধরা হল।

সারণি ৬.১ঃ বিশ্ববাণিজ্যের প্রবৃদ্ধির গতিধারা

(শতকরা হারে)

	প্রকৃত		প্রক্ষেপণ	
	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১১৬
বিশ্ববাণিজ্য (পণ্য ও সেবা)	৩.৫	৩.৪	৩.৭	৪.৭
আমদানি				
উন্নত অর্থনীতি	২.১	৩.৩	৩.৩	৪.৩
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৫.৫	৩.৭	৩.৫	৫.৫
রপ্তানি				
উন্নত অর্থনীতি	৩.১	৩.৩	৩.২	৪.১
বিকাশমান বাজার ও উন্নয়নশীল অর্থনীতি	৪.৬	৩.৪	৫.৩	৫.৭

উৎসঃ World Economic Outlook, April, 2015, IMF.

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি

বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়ে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালে ৩,৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ৭৮.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬,৩৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। প্রাথমিক আয় হিসাবে ঘাটতি ১১.১১ শতাংশ এবং মাধ্যমিক আয় প্রবাহ খাতে ঘাটতি ৬.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় সেবা ২১.৮৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে ১,০৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১,৮২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই- ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ২,২২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ খাতে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৩,৩২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য পরিস্থিতি ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই- ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গতিধারা লেখচিত্র ৬.১-এ দেখানো হলো। এছাড়া, ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি সারণি ৬.২ -এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৬.১ : বাণিজ্য ভারসাম্য ও চলতি হিসাবের ভারসাম্য

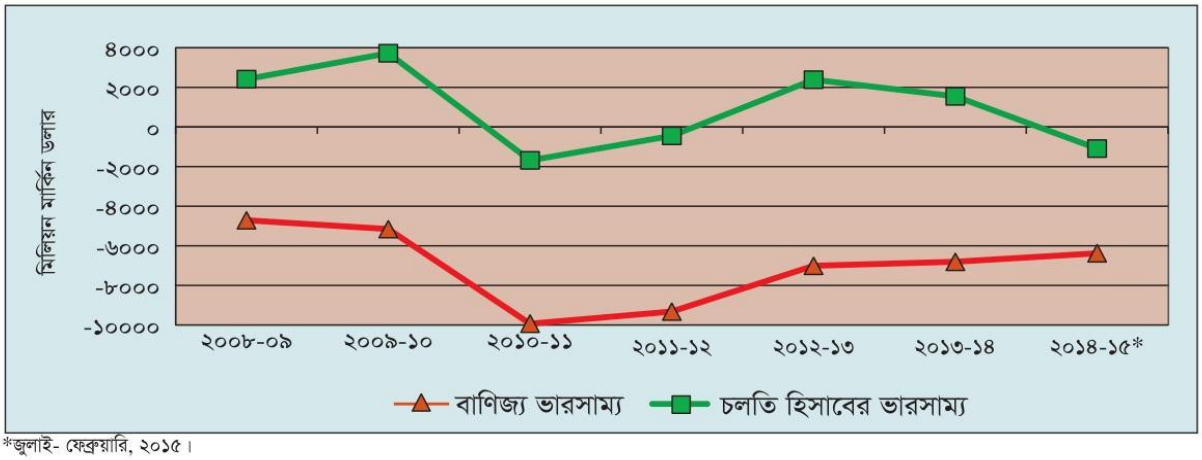

*জুলাই- ফেব্রুয়ারি, ২০১৫।

সারণি ৬.২ঃ বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫**
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-৪৭১০**	**-৫১৫৫**	**-৯৯৩৫**	**-৯৩২০**	**-৭০০৯**	**-৬৮০৬**	**-৬৩৭৯**
রপ্তানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	১৫৫৮১	১৬২৩৩	২২৫৯২	২৩৯৮৯	২৬৫৬৭	২৯৭৬৫	২০০৬১
আমদানি এফওবি (ইপিজেডসহ)	-২০২৯১	-২১৩৮৮	-৩২৫২৭	-৩৩৩০৯	-৩৩৫৭৬	-৩৬৫৭১	-২৬৪৩৪
সেবা	**-১৬১৬**	**-১২৩৩**	**-২৬১২**	**-৩০০১**	**-৩১৬২**	**-৪১৮৯**	**-৩১৭৯**
প্রাথমিক আয়	**-১৪৮৪**	**-১৪৮৪**	**-১৪৫৪**	**-১৫৪৯**	**-২৩৬৯**	**-২৩৭০**	**-১৮৭০**
মাধ্যমিক আয়	**১০২২৬**	**১১৫৯৬**	**১২৩১৫**	**১৩৪২৩**	**১৪৯২৮**	**১৪৯১২**	**১০৩৩২**
তন্মধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	*৯৬৮৯*	*১০৯৮৭*	*১১৫১৩*	*১২৭৩৪*	*১৪৩৩৮*	*১৪১১৫*	*৯৮৩৫*
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**২৪১৬**	**৩৭২৪**	**-১৬৮৬**	**-৪৪৭**	**২৩৮৮**	**১৫৪৭**	**-১০৯০**
মূলধনী ও আর্থিক হিসাব	**-৩৭৪**	**-১৩৯**	**১০৭৫**	**১৯১৮**	**৩৪৯২**	**৩৪৩২**	**৩৮৪৬**
মূলধনী হিসাব	**৪৫১**	**৫১২**	**৬৪২**	**৪৮২**	**৬২৯**	**৬৪৪**	**৩১১**
আর্থিক হিসাব	**-৮২৫**	**-৬৫১**	**৪৩৩**	**১৪৩৬**	**২৮৬৩**	**২৭৮৮**	**৩৫৩৫**
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট)/১	৯৬১	৯১৩	৭৭৫	১১৯১	১৭২৬	১৫৫০	১০০৪
ভুল ভ্রান্তি	**১৬**	**-৭২০**	**-২৬৩**	**-৯৭৭**	**-৭৫২**	**৫০৪**	**-৫৩৩**
সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য	**২০৫৮**	**২৮৬৫**	**-৬৫৬**	**৪৯৪**	**৫১২৮**	**৫৪৮৩**	**২২২৩**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক ১/ এন্টারপ্রাইজ সার্ভের ভিত্তিতে * সংশোধিত। ** জুলাই-ফেব্রুয়ারি (সাময়িক) **নোটঃ** বিওপি'র বিস্তারিত সারণি পরিশিষ্ট-৫৫ তে দ্রষ্টব্য।

রপ্তানি পরিস্থিতি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে মোট রপ্তানি আয় ২০১৩-১৪ অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় ২.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০৩১২ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার দ্রব্যাদির উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১৪-১৫ অর্থবছরের আলোচ্য সময়কালেও অব্যাহত থাকে। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, চা (৩৫.৪%), প্লাস্টিক দ্রব্য (২৯.৫%), অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য খাতে (২২.০ %), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (১৫.৬ %), সার ও রাসায়নিক দ্রব্য (১৩.৭ %), পাটজাত পণ্য (৮.৯ %), পাদুকা (৭.৭ %), নিটওয়্যার (২.৯ %) এবং তৈরি পোশাক (২.২ %) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (৬৭.৩ %), স্পেশালাইজড টেক্সটাইল (১৫.৩ %), কটন এবং কটন দ্রব্য (১৩.৮ %), কাঁচাপাট (৭.৯ %), এবং হিমায়িত খাদ্য (৬.৩ %), খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বছরভিত্তিক রপ্তানি আয় পরিস্থিতি সারণি ৬.৩ -এ দেখানো হলো।

সারণি ৬.৩ঃ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			মোট রপ্তানিতে শতকরা হার			রপ্তানি প্রবৃদ্ধি		
গ্রুপ-ভিত্তিক পণ্য	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫***	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫***	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**২০১৪-১৫***
১। প্রাথমিক পণ্য	১৩০৯	১৩৮০	৯০৬	৪.৮	৪.৬	৪.৫	৩.৪	৫.৪	০.৮
ক) হিমায়িত খাদ্য	৫৪৪	৬৩৮	৪২৯	২.০	২.১	২.১	-৯.১	১৭.৪	-৬.৩
খ) চা	২	৪	২	০.০	০.০	০.০	-৩৩.৩	৮৫.৫	৩৫.৪
গ) কৃষিজাত পণ্য	৩৫১	৪০২	২৩৯	১.৩	১.৩	১.২	১৫.৪	১৪.৬	৫.৭
ঘ) কাঁচাপাট	২৩০	১২৬	৭৪	০.৯	০.৪	০.৪	-১৩.৬	-৪৫.০	-৭.৯
ঙ) অন্যান্য	১৮৩	২০৯	১৬২	০.৭	০.৭	০.৮	৯০.৬	১৪.৪	২২.০
২। শিল্পজাত পণ্য	২৫৭১৮	২৮৭৯৮	১৯৪০২	৯৫.২	৯৫.৪	৯৫.৫	১১.৬	১২.০	২.৪
ক) তৈরি পোশাক	১১০৪০	১২৪৪২	৮৪১৩	৪০.৮	৪১.২	৪১.৪	১৫.০	১২.৭	২.২
খ) নীটওয়ার	১০৪৭৬	১২০৫০	৮১৩৮	৩৮.৮	৩৯.৯	৪০.১	১০.৪	১৫.০	২.৯

	রপ্তানি আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)			মোট রপ্তানিতে শতকরা হার			রপ্তানি প্রবৃদ্ধি		
গ) স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	১২৫	১০৯	৬৫	০.৫	০.৪	০.৩	-১০.৩	-১২.৬	-১৫.৩
ঘ) হোম টেক্সটাইল	৭৯২	৭৯৩	৫১৭	২.৯	২.৬	২.৫	-১২.৬	০.১	৩.৪
ঙ) কটন এবং কটন দ্রব্য	১২৫	১১৬	৬৮	০.৫	০.৪	০.৩	১০.৬	-৭.৫	-১৩.৮
চ) চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	৪০০	৫০৬	৭৪০	১.৫	১.৭	৩.৬	২১.০	২৬.৫	০.৫
ছ) পাটজাত পণ্য	৮০১	৬৯৮	৪৯৫	৩.০	২.৩	২.৪	১৪.২	-১২.৮	৮.৯
জ) সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	৯৩	৯৩	৭৫	০.৩	০.৩	০.৪	-৯.৭	০.২	১৩.৭
ঝ) পাদুকা	৪১৯	৫৫০	১২০	১.৬	১.৮	০.৬	২৫.০	৩১.২	৭.৭
ঞ) প্রকৌশল সামগ্রী	৩৬৮	৩৬৭	২৯২	১.৪	১.২	১.৪	-২.১	-০.২	২৩.৯
ট) পেট্রোলিয়াম উপজাত	৩১৪	১৬২	৩৬	১.২	০.৫	০.২	১৪.০	-৪৮.৩	-৬৭.৩
ঠ) প্লাস্টিক দ্রব্য	৮৫	৮৬	৬৮	০.৩	০.৩	০.৩	-৪.৭	১.৪	২৯.৫
ণ) সিরামিক দ্রব্য	৩৮	৪৮	২৯	০.১	০.২	০.১	১১.৭	২৬.২	-৮.৮
ত) হস্তশিল্পজাতদ্রব্য দ্রব্য	৬	৬	৬	০.০	০.০	০.০	২৩.২	-২.৬	১৫.৬
থ) অন্যান্য	৬৩৯	৭৭৪	৩৪০	২.৪	২.৬	১.৭	১৮.৫	২১.২	-২.৬
মোট রপ্তানি	**২৭০২৭**	**৩০১৭৭**	**২০৩১২**	**১০০**	**১০০**	**১০০**	**১১.২**	**১১.৭**	**২.৪**

উৎস: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। * উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো। *জুলাই '২০১৪- ফেব্রুয়ারি'২০১৫ পর্যন্ত।

দেশভিত্তিক রপ্তানি

দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার। সারণি-৬.৪ থেকে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছর জুলাই-জানুয়ারি সময়ে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়ে ৩২০৪.৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা দেশের মোট রপ্তানির ১৮.০ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্যসমূহ হলোঃ তৈরি পোশাক, নীটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ যথাক্রমে জার্মানি (১৫.৬%), যুক্তরাজ্য (৯.৭%) ও ফ্রান্স (৫.৫%)। ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারি পর্যন্ত দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়ের তুলনামূলক চিত্র সারণি-৬.৪-এ দেখানো হলো।

সারণি-৬.৪: দেশভিত্তিক রপ্তানি আয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	যুক্তরাষ্ট্র	জার্মানি	যুক্তরাজ্য	ফ্রান্স	বেলজিয়াম	ইতালি	নেদারল্যান্ড	কানাডা	জাপান	অন্যান্য	মোট
২০০৫-০৬	৩০৩৯.৮	১৭৬৩.৪	১০৫৩.৭	৬৭৮.৯	৩৫৯.৩	৪২৭.৯	৩২৭.২	৪০৭.০	১৩৮.৫	২৩৩০.৫	১০৫২৬.২
২০০৬-০৭	৩৪৪১.০	১৯৫৫.৪	১১৭৪.০	৭৩১.৮	৪৩৫.৮	৫১৫.৭	৪৫৯.০	৪৫৭.২	১৪৭.৫	২৮৬০.৬	১২১৭৭.৯
২০০৭-০৮	৩৫৯০.৬	২১৭৪.৭	১৩৭৪.০	৯৫৩.১	৪৮৮.৪	৫৭৯.২	৬৫৩.৯	৫৬৪.৪	১৭২.৬	৩৫৫৯.৯	১৪১১০.৮
২০০৮-০৯	৪০৫২.০	১৫০১.২	২২৬৯.৭	১০৩১.১	৪০৯.৮	৬১৫.৫	৯৭০.৮	৬৬৩.২	২০২.৬	৩৮৪৯.৩	১৫৫৬৫.২
২০০৯-১০	৩৯৫০.৫	২১৮৭.৪	১৫০৮.৫	১০২৫.৯	৩৯০.৫	৬২৩.৯	১০১৬.৯	৬৪৮.২	৩৩০.৬	৪৫২২.৩	১৬২০৪.৭
২০১০-১১	৫১০৭.৫	৩৪৩৮.৭	২০৬৫.৪	১৫৩৮.০	৬৬৬.২	৮৬৬.৪	১১০৭.১	৯৪৪.৭	৪৩৪.১	৬৭৬০.১	২২৯২৮.২
২০১১-১২	৫১০০.৯	৩৬৮৯.০	২৪৪৪.৬	১৩৮০.৪	৭৪২.০	৯৭৭.৪	৬৯১.৩	৯৯৩.৭	৬০০.৫	৭৬৮২.২	২৪৩০১.৯
২০১২-১৩	৫৪১৯.৬	৩৯৬২.৬	২৭৬৪.৯	১৫১৩.৯	৭৩০.৮	১০৩৬.৬	৭১২.৫	১০৯০.০	৭৫০.৩	৯০৪৬.২	২৭০২৭.৪
২০১৩-১৪	৫৫৮৩.৬	৪৭২০.৫	২৯১৭.৭	১৬৭৭.৭	৯৭০.৫	১৩৩২.৪	৮৫৮.১	১০৯৯.৬	৮৬২.১	১০১৫৪.৬	৩০১৭৬.৮
২০১৪-১৫*	৩২০৪.৭	২৭৭৫.৪	১৭৩৪.৬	৯৮১.৩	৬০৯.০	৮১৬.২	৫০৩.২	৫৬৮.১	৫৪০.৮	৬০৬৬.২	১৭৭৯৯.৪
শতকরা হার	১৮.০	১৫.৬	৯.৭	৫.৫	৩.৪	৪.৬	২.৮	৩.২	৩.০	৩৪.১	১০০.০

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো *জুলাই, ২০১৪- জানুয়ারি , ২০১৫ পর্যন্ত।

আমদানি পরিস্থিতি ও আমদানিকৃত পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

২০১৪-১৫ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ২০১৪ পর্যন্ত মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৯,৩৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১৪.২৩ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যায়ের পরিমাণ (সিআইএফ) দাঁড়িয়েছিল ৪০,৭৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ১৯.৫ শতাংশ বেশি। সারণি ৬.৫ -এ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি ৬.৫ঃ পণ্যভিত্তিক আমদানি ব্যয়ের তুলনামূলক পরিস্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫*
ক) প্রধান প্রাথমিক দ্রব্যসমূহ	২৯৪০	৫৬২৬	৪১৪৯	৪০৭৫	৫৩২৭	২৮৬১
চাল	৭৫	৮৩০	২৮৮	৩০	৩৪৭	৩৫৭
গম	৭৬১	১০৮১	৬১৩	৬৯৬	১১১৮	৫৩৮
তৈলবীজ	১৩০	১০৩	১৭৭	২৪২	৫০৮	২৪৩
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	৫৩৫	৯২৩	৯৮৭	১১০২	৯২৯	২৪৬
তুলা	১৪৩৯	২৬৮৯	২০৮৪	২০০৫	২৪২৫	১৪৭৭
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহ	৪৯৫৭	৭৫১১	৯২৬৩	৮৫২৯	৯৪৭৫	৮৫৪৬
ভোজ্য তৈল	১০৫০	১০৬৭	১৬৪৪	১৪০২	১৭৬১	১৯৬০
পেট্রোলিয়াজাত পণ্যসামগ্রী	২০২১	৩১৮৬	৩৯২২	৩৬৪২	৪০৭০	২৯০৬
সার	৭১৭	১২৪১	১৩৮১	১১৮৮	১০২৬	১১২৭
ক্লিংকার	৩৩৩	৪৪৬	৫০৪	৪৮৭	৬১৯	৩৯৬
স্টেপল ফাইবার	১১৮	১৮০	৪২৮	৪৫৪	৪৯৩	৬৮০
সূতা	৭১৮	১৩৯১	১৩৮৪	১৩৫৬	১৫০৬	১৪৭৭
গ) মূলধনী যন্ত্রসামগ্রী	১৫৯৫	২৩২৫	২০০৫	১৮৩৫	২৩৩২	২১৪২
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	১৪২৪৬	১৮১৯৬	২০০৯৯	১৯৬৪৫	২৩৫৯৮	১৫৮১২
সর্বমোট (সিআইএফ)	**২৩৭৩৮**	**৩৩৬৫৮**	**৩৫৫১৬**	**৩৪০৮৪**	**৪০৭৩২**	**২৯৩৬১**
শতকরা পরিবর্তন	৫.৫	৪১.৮	৫.৫	-৪.০	১৯.৫	১৪.২৩

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। * ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে দেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ১৯.৬ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (১৪.১ শতাংশ) ও সিংগাপুর (৬.১ শতাংশ)। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর) দেশের আমদানি বাবদ মোট ২০,৭২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১৯,৯৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সারণি ৬.৬-এ দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয় পরিস্থিতি দেখানো হলো।

সারণি ৬.৬: দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	ভারত	চীন	সিঙ্গাপুর	জাপান	হংকং	তাইওয়ান	দক্ষিণ কোরিয়া	যুক্তরাষ্ট্র	মালয়েশিয়া	অন্যান্য	মোট
২০০৫-০৬	১৮৬৮	২০৭৯	৮৪৯	৬৫১	৬২৬	৪৭৩	৪৮৯	৩৪৫	৩৩২	৭০৩৪	১৪৭৪৬
২০০৬-০৭	২২৬৮	২৫৭১	১০৩৫	৬৯০	৭৪৭	৪৭৩	৫৫৩	৩৮০	৩৩৪	৮১০৬	১৭১৫৭
২০০৭-০৮	৩৩৯৩	৩১৩৭	১২৭৩	৮৩২	৮২১	৪৭৮	৬২০	৪৯০	৪৫১	১০১৩৪	২১৬২৯
২০০৮-০৯	২৮৬৮	৩৪৫২	১৭৬৮	১০১৫	৮৫১	৪৯৮	৮৬৪	৪৬১	৭০৩	১০০২৭	২২৫০৭
২০০৯-১০	৩৮১৯	৩২১৪	১৫৫০	১২৩২	১০৪৬	৮৩৯	৭৮৮	৫৪২	৪৬৯	১০২৩৯	২৩৭৩৮
২০১০-১১	৪৫৬৯	৫৯১৮	১২৯৪	১৩০৮	৭৭৭	৭৩১	১১২৪	৬৭৭	১৭৬০	১৫৫০০	৩৩৬৫৮
২০১১-১২	৪৭৪৩	৬৪৪০	১৭১০	১৪৫৫	৭০৩	৭৯২	১৫৪৪	৭০৯	১৪০৬	১৬০১৪	৩৫৫১৬
২০১২-১৩	৪৭৭৭	৬৩২৮	১৪২২	১১৮০	৬১২	৭৩৩	১২৯৬	৫৩৮	১৯০৩	১৫২৯৫	৩৪০৮৪
২০১৩-১৪	৬০৩৬	৭৫৪১	২২৯০	১২৮৪	৭৫৯	৯১৯	১১৯৯	৮৩৬	২০৪২	১৭৮২৬	৪০৭৩২
২০১৪-১৫*	২৯১৪	৪০৬৯	১২৬৪	৭৫০	৪১০	৩৮২	৬৩৩	৪০০	৭৭০	৯১২৯	২০৭২১
শতকরা হার	১৪.১	১৯.৬	৬.১	৩.৬	২.০	১.৮	৩.১	১.৯	৩.৭	৪৪.১	১০,০.০

উৎসঃ উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক। *(জুলাই-ডিসেম্বর)

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার

বাংলাদেশে ভাসমান বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তনের (৩১ মে ২০০৩ হতে) পর টাকার মূল্যমানে তেমন অস্বাভাবিক কোন অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়নি যা সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনা নির্দেশ করে। বাংলাদেশে বাজারভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বাজারে মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে সরাসরি অংশগ্রহণ না করে কেবল বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে মাঝে মাঝে মুদ্রাবাজারে অংশগ্রহণ করে বৈদেশিক মুদ্রা (মার্কিন ডলার) ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার উর্ধ্বমুখী চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। ফলে, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ শেষে টাকার মূল্য পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ০.০৬ শতাংশ হ্রাস পায়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের টাকা-ডলার ভারিত গড় বিনিময় হার ছিল ডলার ৬৭.০৮ টাকা, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়কালে টাকা-ডলার ভারিত গড় বিনিময় হার ৭৭.৮০ টাকায় দাঁড়ায়। ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই- মার্চ সময়কালে টাকা-ডলার ভারিত গড় বিনিময় হার সারণি ৬.৭ এবং লেখচিত্র ৬.২ -এ দেখানো হল।

সারণি ৬.৭ঃ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	টাকা-ডলার গড় ভারিত বিনিময় হার
২০০৫-০৬	৬৭.০৮
২০০৬-০৭	৬৯.০৩
২০০৭-০৮	৬৮.৬০
২০০৮-০৯	৬৮.৮০
২০০৯-১০	৬৯.১৮
২০১০-১১	৭১.১৭
২০১১-১২	৭৯.১০
২০১২-১৩	৭৯.৯৩
২০১৩-১৪	৭৭.৭২
২০১৪-১৫*	৭৭.৮০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক *মার্চ, ২০১৫ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৬.২ : মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার

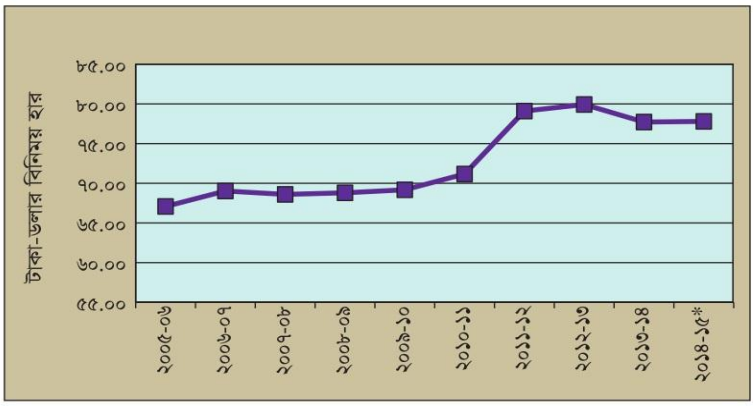

উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ৩০ জুন শেষে টাকার ভারিত গড় মূল্যমান ছিল প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৭২ টাকা যা জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৫ শেষে প্রতি মার্কিন ডলারে ৭৭.৮০ টাকায় দাঁড়ায়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়ের (ঋণ পত্রের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত) পরিমাণ দাঁড়ায় ৩,০৯৯.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূববর্তী অর্থ বছরের (২০১৩-১৪) একই সময়ের ২৫,৭৯৮.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৫.৯৮ শতাংশ বেশি। পাশাপাশি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৯,০৯.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের (২০১৩-১৪) একই সময়কালের তুলনায় ৭.৬৩ শতাংশ বেশি এবং রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০,৩১১.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় ২.৪৩ শতাংশ বেশি। ফলশ্রুতিতে, বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান অতি সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

২০১৪-১৫ অর্থবছরের শুরু থেকে বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে আমদানির তুলনায় প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ৩০ এপ্রিল, ২০১৫ তারিখে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি প্রথমবারের মত ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করে।

৩০ জুন, ২০০৫ থেকে ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে এবং সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩০/০৪/২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের স্থিতির পরিসংখ্যান ও গতিধারা যথাক্রমে সারণি ৬.৮ এবং লেখচিত্র ৬.৩ -এ দেখানো হল।

সারণি ৬.৮ঃ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

তারিখ	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
৩০.০৬.২০০৫	২৯৩০
৩০.০৬.২০০৬	৩৪৮৪
৩০.০৬.২০০৭	৫০৭৭
৩০.০৬.২০০৮	৬১৪৯
৩০.০৬.২০০৯	৭৪৭১
৩০.০৬.২০১০	১০৭৫০
৩০.০৬.২০১১	১০৯১২
৩০.০৬.২০১২	১০৩৬৪
৩০.০৬.২০১৩	১৫৩১৫
৩০.০৬.২০১৪	২১৫৫৮
৩০.০৪.২০১৫	২৪০৮৭

লেখচিত্র ৬.৩: বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

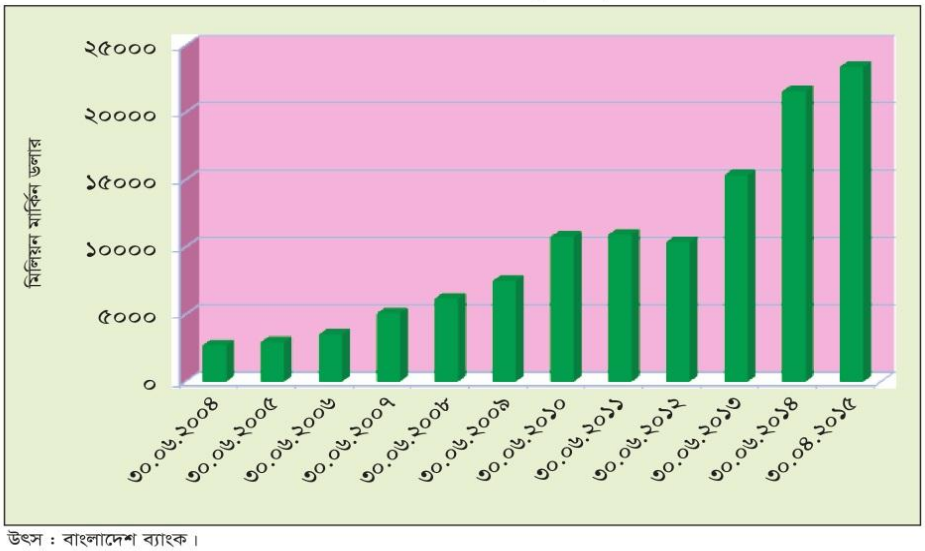

উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (Tariff Regime)

সরকারের আমদানি নীতির সুষম বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টির নিমিত্ত ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে বাংলাদেশ মোস্ট ফেভারড নেশন (এম.এফ.এন) ট্যারিফ হার অনুসরণ করে আসছে। সারণি ৬.৯-এ ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো উপস্থাপন করা হলঃ

সারণি ৬.৯ : ২০০০-০১ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত ট্যারিফ কাঠামো

অর্থবছর	অপারেটিভ' ট্যারিফ (%) এর সংখ্যা	সর্বোচ্চ শুল্কহার	'অপারেটিভ' ট্যারিফ ধাপ
২০০০-০১	০, ৫, ১৫, ২৫, ৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০১-০২	০,৫,১৫,২৫,৩৭.৫	৩৭.৫	৫
২০০২-০৩	০,৭.৫, ১৫, ২২.৫, ৩২.৫	৩২.৫	৫
২০০৩-০৪	০,৭.৫,১৫,২২.৫,৩০	৩০	৫
২০০৪-০৫	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৫-০৬	০,৭.৫,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৬-০৭	০,৫,১২,২৫	২৫	৪
২০০৭-০৮	০,১০,১৫,২৫	২৫	৪
২০০৮-০৯	০,৩,৭,১২,২৫	২৫	৫
২০০৯-১০	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১০-১১	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১১-১২	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১২-১৩	০,৩.৫.১২.২৫	২৫	৫
২০১৩-১৪	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৫
২০১৪-১৫	০,২.৫.১০.২৫	২৫	৫

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

শুল্ক আইনের সিডিউলে বর্ণিত এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি বিভিন্ন সময় গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পৃথকভাবে শুল্ক আইনের ২০ ধারা অনুসারে প্রয়োগকৃত এম.এফ.এন হারের উপর শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এম.এফ.এন ট্যারিফ হারের উপর ৩ প্রকার রেয়াতি শুল্কহার কার্যকর রয়েছে, যথাঃ (১) বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক/আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আওতায় আমদানি, (২) রপ্তানিমুখী শিল্পসহ নিবন্ধনকৃত শিল্পের জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি এবং (৩) নির্দিষ্ট কাজের জন্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন: গবাদিপ্রাণী ও হাঁসমুরগি, ঔষধ, চামড়া ও বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কাঁচামাল আমদানি। বর্তমানে এম.এফ.এন. শুল্ক হারের পাশাপাশি নিম্নলিখিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত সুবিধা প্রদান করা হচ্ছেঃ

- রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানিকৃত মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং যন্ত্রাংশ;
- ঔষধ শিল্প কর্তৃক আমদানিকৃত কাঁচামাল;
- টেক্সটাইল শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল;
- কৃষিখাতে ব্যবহৃত উপকরণ;
- কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;
- চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা উপকরণ;
- সংবাদপত্র ও সাময়িকী প্রকাশকগণ কর্তৃক আমদানিকৃত নিউজ প্রিন্ট;
- কৃষি কাজে ব্যবহার্য কীটনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ব্যবহৃত কাঁচামাল; এবং
- হাঁস-মুরগি খামার কর্তৃক আমদানিকৃত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ।

ট্যারিফ হ্রাসকরণ

দেশীয় শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিশ্বব্যাপী আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের আমদানি শুল্ক হার হ্রাস করার যে প্রক্রিয়া ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে শুরু করা হয়েছিল তা ২০১৪-১৫ সালেও অব্যাহত রাখা হয়েছে। আমদানি শুল্কের অভারিত গড় ছিল ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে ৫৭.২২ শতাংশ, যা ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ১৪.৪৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে ৯৯.৫৭ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের উপর মূল্যভিত্তিক (advalorem) শুল্ক আরোপ করা হয়। ০.৪৩ শতাংশ ট্যারিফ লাইনের বিপরীতে কিছু সংখ্যক পণ্য যেমন: সিমেন্ট ক্লিংকার, বিটুমিন, সোনা, স্টিল প্রোডাক্ট এবং পুরাতন জাহাজের উপর বিভিন্ন হারে স্পেসিফিক শুল্ক বলবৎ রয়েছে। আমদানি শুল্কের পাশাপাশি আমদানিতব্য পণ্যের উপরে মূল্য সংযোজন কর, রেগুলেটরী ডিউটি, সম্পূরক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর, অগ্রিম মুল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সম্পূরক শুল্কের ধাপগুলো ছিল ১০ শতাংশ, ২০ শতাংশ, ৩০ শতাংশ, ৪৫ শতাংশ, ৬০ শতাংশ, ১০০ শতাংশ, ১৫০ শতাংশ, ২০০ শতাংশ, ২৫০ শতাংশ, ৩৫০ শতাংশ ও ৫০০ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের সাথে সম্পুরক শুল্কের একটি অতিরিক্ত ধাপ অর্থাৎ ১৫ শতাংশ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংযোজিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আগের মতই আমদানির উপর ১৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর, ৫ শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর ও ৪ শতাংশ হারে অগ্রিম মূল্য সংযোজন কর আরোপিত রয়েছে। এছাড়া ২০১৩-১৪ অর্থবছরের মত বর্তমান অর্থবছরে ২৫ শতাংশ হারে আমদানি শুল্ক আরোপযোগ্য পণ্যের উপর ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরী শুল্ক আরোপিত রয়েছে। তবে ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্কযুক্ত কিছু পণ্যের উপর ৫ শতাংশ হারে রেগুলেটরী ডিউটি অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে এবং ১০ শতাংশ আমদানি শুল্কযুক্ত পণ্যের মধ্যে কিছু পণ্যের উপর ৫ শতাংশ রেগুলেটরী ডিউটি আরোপ করা হয়েছে। সারণি ৬.১০ -এ এম.এফ.এন অভারিত গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব দেখানো হল।

সারণি ৬.১০: এম.এফ.এন গড় আমদানি শুল্ক হারের উপর সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	এম.এফ.এন. অভারিত গড় ট্যারিফ (%)
২০০৩-০৪	১৮.৮৫
২০০৪-০৫	১৬.৫৩
২০০৫-০৬	১৬.৩৯
২০০৬-০৭	১৪.৮৭
২০০৭-০৮	১৭.২৬
২০০৮-০৯	১৫.১২
২০০৯-১০	১৪.৯৭
২০১০-১১	১৪.৮৫
২০১১-১২	১৪.৮৩
২০১২-১৩	১৫.১০
২০১৩-১৪	১৪.৪৪
২০১৪-১৫	১৪.৪৪

উৎস : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ডব্লিউটিও ও বাংলাদেশ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন গঠিত ডব্লিউটিও সেল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংক্রান্ত সকল প্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ কার্যক্রমের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান প্রতিপালনে সহায়তা করা, ডব্লিউটিও সংক্রান্ত বিষয়ে সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় দেশের স্বার্থ সংরক্ষণ করাসহ অধিকতর বাজার সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করা, বিভিন্ন ইস্যুতে দেশের অবস্থান নির্ধারণ করে নেগোশিয়েসনে অংশগ্রহণ করা, ষ্টেকহোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন ইস্যু-তে নিয়মিত মত-বিনিময় করা অন্যতম। ডব্লিউটিও সেল কর্তৃক গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- গত ৩০ নভেম্বর ২০০৯ হতে ০২ ডিসেম্বর, ২০০৯ সময়কালে জেনেভাস্থ ডব্লিউটিও সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত ৭ম মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে এবং উন্নত বিশ্বের বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত প্রবেশাধিকার, সার্ভিস খাতে "মোড-৪" এর আওতায় বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানির অধিকতর সুযোগ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল প্রচেষ্টা চালায়;
- স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাণিজ্যিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থার (ডব্লিউটিও, আংকটাড, আইটিসি, ইউএনডিপি, বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ) যৌথ উদ্যোগে গঠিত Enhanced Integrated Framework (EIF) process এ বাংলাদেশ গত নভেম্বর, ২০০৯ এ যোগদান করেছে। এই প্রক্রিয়ার আওতায় বাংলাদেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) সম্পন্ন করার জন্য ইতোমধ্যে বিশ্ব ব্যাংককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক DTIS এর খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এ বিষয়ে গত ২২-২৩ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদেরকে নিয়ে Validation Workshop অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্কশপ হতে প্রাপ্ত মতামতের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক জানুয়ারি, ২০১৪ সালে পুনরায় খসড়া প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ডব্লিউটিও সেল বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মতামত ও Validation Workshop এর মাধ্যমে প্রাপ্ত মতামতের আলোকে প্রতিবেদনটি রিভিউ করেছে। রিভিউ শেষে প্রতিবেদনটি National Steering Committee -তে উপস্থাপন করা হয়েছে। শীঘ্রই তা চুড়ান্ত করে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া এ স্টাডির মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য ব্যবস্থায় চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে প্রণীত অগ্রাধিকার ভিত্তিক এ্যাকশন মেট্রিক্স এর আলোকে দাতা দেশ ও সংস্থার সহযোগীতায় Aid for Trade এর আওতায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

- মেধাস্বত্ব সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা নিরূপণপূর্বক TRIPS Need Assessments প্রতিবেদন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় দাখিল করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সুইজারল্যান্ড, ইইউ, ইউএসএ বাংলাদেশকে TRIPS সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সহায়তা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে এবং এ বিষয়ে সুইজারল্যান্ড সরকারের সাথে বাংলাদেশ সরকারের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ TRIPS article 31 (F) & (H) সংশোধনসহ অনুসমর্থন (Ratify) করেছে। এর ফলে ঔষধ শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। গত ২০১০ সালের জুলাই মাসে ঢাকায় এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে ডব্লিউটিও'র কারিগরি সহায়তায় স্বল্পোন্নত দেশে TRIPS চুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের জোরালো নেগোশিয়েশনের ফলে ইতোমধ্যে ফার্মাসিউটিক্যালস ব্যতীত অন্যান্য পণ্যে TRIPS অব্যাহতির মেয়াদ ৩১ জুলাই, ২০২১ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্তমানে, ফার্মাসিউটিকলস্ এ TRIPS অব্যাহতির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ এর পর তা আরও বৃদ্ধির বিষয়ে স্বল্পোন্নত দেশসমুহের সাথে যৌথভাবে প্রচেষ্টা চালানোর জন্য বাংলাদেশের অবস্থান নির্ধারণপূর্বক তা ইতোমধ্যে জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর গত ৫-৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সময়ে ডব্লিউটিও'র সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় অংশগ্রহণকালীন সময়ে তিনি আংকটাডের সেক্রেটারি জেনারেল এর সাথে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্পের উন্নয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের অনুরোধ করেন।
- বিগত ০৫ বছরে ডব্লিউটিও টেকনিক্যাল এসিসট্যান্স প্রোগ্রামের আওতায় ট্রিপস, এসপিএস, নোটিফিকেশন, সার্ভিস ও Non-agricultural market access (NAMA), Enhanced Integrated Framework (EIF) বিষয়ক ওয়ার্কশপ আয়োজনসহ ডব্লিউটিও সম্পর্কিত বিষয়ের উপর ৩০ জন মাননীয় সংসদ সদস্য নিয়ে ০২ (দুই) দিনের একটি ওয়ার্কশপ আয়োজন করা হয়;
- দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিরোধী সকল কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করে বাজারে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ''কম্পিটিশন আইন, ২০১২'' প্রণয়ন করেছে, যা জাতীয় সংসদ কর্তৃক ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিযোগিতা কমিশন গঠনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- ১৫-১৭ ডিসেম্বর, ২০১১ সময়কালে অনুষ্ঠিত ৮ম ডব্লিউটিও মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্সে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য, এ সময় বাংলাদেশ এলডিসি গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। উক্ত সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে কতিপয় সিদ্বান্ত গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যোগ্য হলঃ
    - ক) উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বাজারে স্বল্পোন্নত দেশের সেবা খাতের জন্য অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে একটি "ওয়েভার সিদ্বান্ত" গৃহীত হয় (এমএফএন ওয়েভার);
    - খ) স্বল্পোন্নত দেশের আবেদন প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে ট্রিপস চুক্তির অব্যাহতির মেয়াদ জুলাই, ২০১৩ সময়ের পরেও মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করা হবে।
    - গ) ডব্লিউটিও তে স্বল্পোন্নত দেশের সদস্যভূক্তির প্রক্রিয়া সহজতর করা হয়েছে।
- বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যে আরোপিত বিভিন্ন মেজারস (যেমন-এন্টি ডামপিং ডিউটি, সেভগার্ড ডিউটি) সম্পর্কে ডব্লিউটিও সেল যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। উল্লেখ্য, তুরস্ক তৈরি পোশাকের উপর সেভগার্ড ডিউটি আরোপের উদ্যোগ গ্রহণ করলে, ডব্লিউটিও সেল তথা বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে।
- ২০১১ সালের মে মাসে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশ সংক্রান্ত জাতিসংঘের ৪র্থ সম্মেলন স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০ বছর (২০১১-২০২০ সাল) মেয়াদি একটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, যা "Istanbul Plan of Action" নামে পরিচিত। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় একটি "জাতীয় কর্মপরিকল্পনা" (National Plan of Actions) প্রস্তুত করে, যা ২০১৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। জাতীয় কর্মপরিকল্পনায় বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট বিষয় বাস্তবায়নে বাণিজ্য ইতোমধ্যে সকল ষ্টেকহোল্ডারকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়

এবং এ কমিটির কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মহাপরিচালক, ডব্লিউটিও সেলের নেতৃত্বে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে;

- গত ১৫-১৭ অক্টোবর, ২০১২ সময়কালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) এর সচিবালয়ে বাংলাদেশের ৪র্থ ট্রেড পলিসি রিভিউ (টিপিআর) অনুষ্ঠিত হয়। কোন সদস্য দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্মকান্ডে ডব্লিউটিও'র নিয়ম-নীতির সাথে কোন প্রকার অসঙ্গতি রয়েছে কিনা, সে বিষয়টিও 'টিপিআর' এর মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। সদস্য দেশসমুহ ডব্লিউটিও'র বিধি-বিধান মেনে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করা এবং বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করায় বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করে।

- গত ৩-৬ ডিসেম্বর ২০১৩ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) নবম মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দোহা রাউন্ডের কিছু বিষয়ে চুড়ান্ত নেগোশিয়েশনের পর ৩ (তিন) টি ইস্যু অন্তর্ভূক্ত করে সর্বসম্মতিক্রমে 'বালি প্যাকেজ' গৃহীত হয়। প্যাকেজে অন্তর্ভূক্ত ইস্যু ৩ (তিন)টি হ'ল- ১। ডেভেলপমেন্ট ইস্যুজ, ২। ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্ট এবং ৩। কৃষি। ডেভেলপমেন্ট ইস্যুর মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের ৪ (চার) টি ইস্যু এবং মনিটরিং মেকানিজম রয়েছে। স্বল্পোন্নত সংশ্লিসষ্ট ইস্যুর মধ্যে আছে ক) শুল্ক-মুক্ত ও কোটা- মুক্ত বাজার সুবিধা, খ) রুলস অব অরিজিন, গ) সার্ভিসেস ওয়েভার বাস্তবায়ন এবং ঘ) কটন ইস্যু। তবে ৪ টি ইস্যুর মধ্যে শুল্ক ও কোটা-মুক্ত বাজার সুবিধা, রুলস অব অরিজিন, এবং সার্ভিসেস ওয়েভার ইস্যুতে বাংলাদেশের সরাসরি স্বার্থ জড়িত রয়েছে;

- শুল্ক-মুক্ত ও কোটা-মুক্ত সুবিধা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত মতে ২০০৫ সালে গৃহীত হংকং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে সকল উন্নত দেশ এখনও কমপক্ষে ৯৭ শতাংশ পণ্যে শুল্ক-মুক্ত সুবিধা প্রদান করেনি তাদের আগামী মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সের পূর্বে তাদের বিদ্যমান শুল্ক-মুক্ত সুবিধা সংক্রান্ত স্কীমের পরিধি বৃদ্ধি বা Improve করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে অধিকতর বাজার সুবিধা প্রদান করবে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সকল উন্নত দেশই প্রায় সকল পণ্যে শুল্ক সুবিধা প্রদান করেছে। বালি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্সর পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র তাদের বিদ্যমান শুল্ক-মুক্ত সুবিধা স্কীম এর পরিধি বৃদ্ধি করলে এতে বাংলাদেশ লাভবান হবে;

- রুলস অব অরিজিন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তে শুল্ক-মুক্ত স্কীমের জন্য সহজ ও স্বচ্ছ রুলস অব অরিজিন প্রবর্তন করার জন্য একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই প্রথমবারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের জন্য রুলস অব অরিজিন সম্পর্কে মাল্টিলেটারেল লেভেলে একটি গাইড লাইন প্রবর্তিত হয়েছে;

- বালি সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে গৃহীত সার্ভিসেস ওয়েভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সার্ভিসেস কাউন্সিলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বালি সম্মেলনে এলডিসি গ্রুপ কর্তৃক একটি সম্মিলিত অনুরোধপত্র (Collective Request) জুলাই, ২০১৪ সময়ের মধ্যে ডব্লিউটিও'র কাউন্সিল ফর ট্রেড ইন সার্ভিসেস এ দাখিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে সম্মিলিত অনুরোধপত্র (Collective Request) ডব্লিউটিও'র কাউন্সিল ফর ট্রেড ইন সার্ভিসেসে দাখিল করা হয়। গত ২০১১ সালে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে গৃহীত সার্ভিসেস ওয়েভার সিদ্ধান্তের আওতায় সেবা খাতের বাণিজ্যে স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে বাণিজ্যিকভাবে অর্থবহ প্রেফারেনশিয়াল মার্কেট সুবিধা প্রদানের বিষয়ে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের প্রস্তুতি ও অঙ্গীকার পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে সম্মিলিত অনুরোধপত্র (Collective Request) এর উপর গত ৫-৬ ফেব্রয়ারি, ২০১৫ তারিখে ডব্লিউটিও'র সদর দপ্তরে এক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, মেক্সিকো, নরওয়ে, কানাডা, ভারত, জাপান, চীন, ব্রাজিল, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, কাতারসহ বিভিন্ন দেশ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী সদস্য দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশের দাবীর বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে এবং অভ্যন্তরীণ অনুমোদন প্রক্রিয়া শেষে অতি দ্রত প্রত্যেকে তাঁদের প্রেফারেনশিয়াল মার্কেট সুবিধা স্কীম সংক্রান্ত নোটিফিকেশন ডব্লিউটিও'তে দাখিল করবে মর্মে আলোচনায় জানিয়েছে।

- বালি সম্মেলনে ট্রেড ফেসিলিটেশন সম্পর্কে একটি নতুন ডব্লিউটিও এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত হয়েছে। এতে ব্যবসা-বাণিজ্যের খরচ ও সময় হ্রাস পাবে। বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সহজতর হবে এবং ব্যবসা আরও 'কম্পিটিটিভ' হবে। এ চুক্তি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আমদানি বাণিজ্য যেমন সহজতর হবে, তেমনি বিভিন্ন দেশ কর্তৃক ট্রেড ফেসিলিটেশন সিস্টেম উন্নত করা হলে আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যও লাভবান হবে। বর্তমানে বাংলাদেশ ট্রেড ফেসিলিটেশন এগ্রিমেন্টটি অনুস্বাক্ষরের প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে।

- সেবা খাতে বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং এ খাতে বিদ্যমান সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিত করার লক্ষ্যে UNCTAD এর সহায়তায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় মে, ২০১৩ সালে বাংলাদেশের সেবা খাতের বিদ্যমান নীতিমালা রিভিউপূর্বক এ খাতে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত কয়েকটি সেবা খাতের বিদ্যমান নীতিমালা রিভিউ করে একটি খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। খসড়া প্রতিবেদনের উপর জুলাই, ২০১৪ সালে প্রথম এবং নভেম্বর, ২০১৪ সময়ে দ্বিতীয় বারের মতো ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়।

- বিগত ২৫ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট কো-অপারেশন ফোরাম এগ্রিমেন্ট (টিকফা) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম রপ্তানি বাজার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পারস্পরিক আলোচনার একটি প্লাটফর্ম তৈরি হলো। উক্ত ফোরামে উভয় দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আলোচনা হতে পারে। উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শেষে গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৪ হতে চুক্তিটি কার্যকর হয়েছে। বিগত ২৮ এপ্রিল ২০১৪ সালে ঢাকায় টিকফা্ ফোরামের প্রথম সভা অনষ্ঠিত হয়। টিকফা ফোরামের পরবর্তী সভা ২০১৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে।

আঞ্চলিক বাণিজ্য

- **দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা চুক্তি (সাফটা)ঃ** সার্কভুক্ত দেশসমূহের সমন্বয়ে গঠিত ২০০৬ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর সাফটার আওতায় সদস্য দেশসমুহের সেনসিটিভ লিস্ট এবং ট্যারিফ হ্রাসকরণ অব্যাহত আছে। সর্বশেষ সদস্যদেশসমূহ তাদের সেনসিটিভ লিস্ট দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০ শতাংশ হ্রাস করেছে, যা ০১ জানুয়ারি, ২০১২ থেকে কার্যকর হয়েছে। এছাড়া, ভারত বাংলাদেশসহ সার্কভুক্ত স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে ২৫টি পণ্য ছাড়া বাকি সব পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুবিধা প্রদান করেছে। ফলে ভারতসহ সার্কভুক্ত দেশসমূহে বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিসহ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পাবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের সেনসিটিভ লিস্টে পণ্যের সংখ্যা স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য ৮৮৭ এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য ৯৯৩। সাফটার আওতায় তৃতীয় পর্যায়ে সদস্য দেশসমূহের সেনসিটিভ লিষ্ট আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডাদের সাথে আলোচনা চলছে । উল্লেখ্য, সাফটার আওতায় বাংলাদেশ ভারতের পরে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ । ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সালে সাফটার আওতায় বাংলাদেশের মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৩৮৪.৫ মিঃ মার্কিন ডলার।

- **সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস)ঃ** ২৯ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে থিম্পুতে অনুষ্ঠিত ১৬তম সার্ক সামিটে সার্ক সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক সার্ক এগ্রিমেন্ট অন ট্রেড ইন সার্ভিসেস (সাটিস) স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশসহ সদস্য দেশসমূহ এ চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যে প্রাথমিক অফার লিস্ট ও রিকোয়েস্ট লিস্ট বিনিময় করেছে। বাংলাদেশ সাটিস এর সদস্য দেশসমূহের ১০ টি সার্ভিস সেক্টর উন্মুক্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে এবং ২টি সার্ভিস সেক্টরে অফার দিয়েছে (টেলিকম ও ট্যুরিজম) এবং এ সংক্রান্ত সিডিউল অব কমিটমেন্টস্ ইতোমধ্যে দাখিল করেছে। সদস্য দেশসমূহের সিডিউল অব কমিটমেন্টস চুড়ান্ত করার লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন অব্যাহত আছে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হলে সেবা খাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ এ খাতে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধি পাবে।

- **এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেড এগ্রিমেন্ট (আপটা)ঃ** বাংলাদেশ, ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, শ্রীলংকা ও লাও পিডিআর এর সমন্বয়ে ২০০৫ সালে পুনর্গঠিত আপটা এর আওতায় ৩য় রাউন্ড নেগোসিয়েশন ২০০৬ সালে সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় রাউন্ডে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য চীন ১৬১টি পণ্যে ৭৭.৯ শতাংশ শুল্ক সুবিধা, দক্ষিণ কোরিয়া ৩০৬টি পণ্যে ৬৪.৬ শতাংশ শুল্ক সুবিধা এবং ভারত ৪৮টি পণ্যে ৩৯.৭ শতাংশ শুল্ক সুবিধা প্রদান করেছে। অপর দিকে বাংলাদেশ মোট ২১০টি পণ্যে গড়ে ১৪.১ শতাংশ শুল্ক হ্রাস করেছে। গত নভেম্বর, ২০১৪ সময়ে অনুষ্ঠিত আপটা স্ট্যান্ডিং কমিটির ৪৫ তম সভায় সদস্য দেশসমূহ তাদের National List of Concession এর চুড়ান্ত তালিকা আগামী চতুর্থ Ministerial Council এর পূর্বে দাখিলের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৫ সালের যে কোন সময়ে অনুষ্ঠেয় চতুর্থ Ministerial Council- এ সদস্য দেশসমূহ তাদের National List of Concession এর তালিকা চুড়ান্তকরণসহ ৪র্থ রাউন্ড নেগোসিয়েশন শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। ৪র্থ রাউন্ডে ট্যারিফ কনসেশন ছাড়াও Trade Facilitation,Investment Protection এবং Liberalization of Trade in Services বিষয়ে ৩টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তিগুলি বাস্তবায়িত হলে আপটাভুক্ত দেশসমূহের সাথে সেবাখাতে বাণিজ্য বৃদ্ধিসহ বাংলাদেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। আপটা মিনিস্টেরিয়াল কাউন্সিলের ৪র্থ সভা এ বছরের জুন মাসে ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আছে। উক্ত কাউন্সিলে চতুর্থ রাউন্ডের ট্যারিফ নেগোশিয়েশন সংক্রান্ত সুপারিশ অনুমোদিত হবে।

- **টিপিএস-ওআইসিঃ** ওআইসি সদস্যভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত Framework Agreement on Trade Preferential System among the Member States of the OIC (TPS-OIC) এর আওতায় বাংলাদেশ ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১ তারিখ এ সংক্রান্ত রুলস অব অরিজিন স্বাক্ষর করে এবং ২৩ জুন, ২০১১ তারিখ তা অনুসমর্থন করে। এছাড়া, বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ মাসে ৪৭৬টি পণ্যের অফার লিস্ট প্রেরণ করেছে। এ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে রুলস অব অরিজিনের (৩০% মূল্য সংযোজন) সুবিধা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ অন্যান্য সদস্য দেশে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সমর্থ হবে।

- **ডি-৮ (ডেভেলপিং-৮)ঃ** বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মিশর ও নাইজেরিয়া এর সমন্বয়ে ২০০৬ সালে গঠিত ডি-৮ গ্রুপের আওতায় প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড চালুর লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয় এবং ২৫ আগস্ট, ২০১১ তারিখ থেকে কার্যকর হয়। তবে বাংলাদেশ রুলস অব অরিজিনে মূল্যসংযোজন শর্ত ৩০ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করলেও এখনও তা কার্যকর হয়নি। বাংলাদেশ এ লক্ষ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী বাংলাদেশের উক্ত প্রস্তাবে সমর্থন দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে ০৭টি সদস্য দেশের বাণিজ্য মন্ত্রীগণকে চিঠি দিয়েছেন। আগামী ১৬-১৭ মার্চ,২০১৫ সময়ে অনুষ্ঠিতব্য মন্ত্রীপর্যায়ের সভায় বাংলাদেশের প্রস্তাবটি পুনরায় উপস্থাপন করা হবে এবং এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।

- **দি বে অব বেঙ্গল ইনিসিয়েটিভ ফর মাল্টি-সেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন (বিমসকেটক)ঃ** বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, ভূটান ও নেপাল এর সমন্বয়ে ১৯৯৭ সালে Bay of Bengal Initiatives for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়। এ জোটের আওতায় বিমসটেক এফটিএ (ফ্রি ট্রেড এরিয়া) গঠনের লক্ষ্যে বিগত ফেব্রুয়ারি ২০০৪ এ একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তিতে (১) পণ্য বাণিজ্য,(২) সেবা খাতের বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের উপর বর্তমানে আলোচনা চলছে। চুক্তিতে যে ১৩টি সেক্টর/সার-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলঃ (1) Trade and Environment, (2) Technology, (3) Energy, (4) Transport and Communication, (5) Tourism, (6) Fishery, (7) Agriculture (8) Cultural Operation (9) Environment and Diseaster Management, (10) Public Health, (11) People to People Contact, (12) Poverty Alleviation (13) Counter Terrosrism and Transnational Crime and (14) Climate Change.

এই চুক্তির অধীনে (1) Agreement on Trade in Goods, (2) Agreement of Trade in Services, (3) Agreement on Trade in Investment, (4) Agreement on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters, (5) Protocol to Amend the Framework Agreement on the BIMSTEC Free Trade Area, (6) Agreement on Dispute Settlement Procedures and Mechanism চুড়ান্ত করা হয়েছে। বিসমটেক এর আওতায় শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া কার্যকর করার ক্ষেত্রে ফাস্ট ও নরমাল ট্র্যাক পন্থা গ্রহণ করা হয়। ফাস্ট ট্র্যাক এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ (ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড) স্বল্পোন্নত (বাংলাদেশ, মায়ানমার, নেপাল ও ভুটান) দেশসমূহের জন্য এক বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অন্যদিকে, ফাস্ট ট্র্যাকে অন্তর্ভুক্ত পণ্যসমূহের উপর স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় নির্বাচিত পণ্যসমূহের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তিন বছরের মধ্যে এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য পাঁচ বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। অপরদিকে, নরমাল ট্র্যাক এর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য দশ বছরের মধ্যে এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য আট বছরের মধ্যে শুল্ক হ্রাস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। বিমসটেক এর সচিবালয় ঢাকায় স্থাপিত হয়েছে এবং গত ১ মে, ২০১৪ তারিখ থেকে উক্ত সচিবালয় কাজ শুরু হয়েছে।

- **ফ্রি ট্রেড এরিয়া (এফটিএ)ঃ** বাংলাদেশের সাথে বর্তমানে কোন দেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ নেই। বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক এফটিএ গঠনের লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত এফটিএ পলিসি গাইডলাইনস্-২০১০ গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১০ তারিখ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত পলিসি গাইডলাইনস্ এর ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশের সাথে এফটিএ গঠনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে তুরস্কের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) করার লক্ষ্যে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও মালয়েশিয়া, শ্রীলংকা, মিয়ানমার, নাইজেরিয়া, মালি ও মেসিডোনিয়ার সাথে বাংলাদেশের অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA)/ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর ভারত সফরকালে ২২ অক্টোবর, ২০১০ তারিখে স্বাক্ষরিত বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বর্ডার হাট স্থাপন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের (এম.ও.ইউ) আওতায় ২৩ জুলাই, ২০১১ তারিখ কুড়িগ্রাম সীমান্তে বালিয়ামারিতে প্রথম এবং ১ মে, ২০১২ তারিখে সুনামগঞ্জের ডলারোতে দ্বিতীয় এবং ১৩ জানুয়ারি, ২০১৫ তারিখে ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার পূর্ব মধুগ্রাম ও ছয়ঘড়িয়ার মধ্যবর্তী স্থানের সীমান্তে তৃতীয় বর্ডার হাট চালু করা হয়েছে; এর ফলে দু'দেশের সীমান্ত এলাকার লোকজন তাদের পণ্য সহজে বেচা-কেনা করতে পারবে, এবং ইনফরমাল বাণিজ্য অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এছাড়া বাংলাদেশ-ভারত এর ত্রিপুরা সীমান্তে আরও ৩ টি বর্ডার হাট স্থাপন প্রক্রিয়াধীন আছে।